দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 APR 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

73

শিক্ষকদের অনুদান থেকে লটারীর টাকা কর্তন

অনেক চড়াই উৎরাইয়ের পর আজকে শিক্ষক সমাজ একটা নির্দিষ্ট স্কেলে সরকারী আর্থিক সাহায্য পেয়ে আসছেন। পূর্বে জেলা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে সরকারী ট্রেজারী থেকে ঐ অনুদান উত্তোলন করা হতো। ঝামেলা এড়ানোর জন্য এবং অনুদান উত্তোলনে আরও সুবিধার জন্য বর্তমানে ব্যাংকের মাধ্যমে এই অনুদান দেওয়া হয়। প্রথম প্রথম অনেক সহজে অনুদান পাওয়া যেত। এখন বাজনার চেয়ে রাজনার বহর অনেক বেড়ে গেছে বলে মনে হয়। জাতীয় সংকটকালে শিক্ষক সমাজ সরকারী তহবিলে চাঁদা দিয়ে থাকেন এবং নির্দিষ্ট হারে অনুদান থেকে চাঁদা কেটেও নেয়া হয়। এতে আমাদের কোন আপত্তি বা অনীহা নেই। এটা শিক্ষকদের জাতীর কর্তব্য বলেই আমরা মনে করি। কিন্তু বর্তমানে প্রতি কিস্তির অনুদানের সঙ্গে লটারীর টিকেট ব্যাংক থেকে শিক্ষকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। প্রশ্ন হলো কোন সঠিক জবাব পাওয়া যায় না। বারে বারে অনুদান উত্তোলনকালে এভাবে যদি শিক্ষক সমাজকে লটারীনামক মূল্যে দেখিয়ে অনুদানের টাকা কেটে নেয়া হয় তবে নিরীহ শিক্ষকদের প্রতি এটা একটা চরম প্রতারণার সামিল বলে আমরা মনে করি। লটারীর টিকেট নিতে হবে এবং একমাত্র শিক্ষকদেরকেই নিতে হবে এ ধরনের কোন সরকারী নির্দেশ আছে কিনা তা অবশ্যই শিক্ষকদেরকে জানানো উচিত। উক্ত বিষয়ে আমরা বেতন বাবদ সরকারী অনুদান প্রদানকারী জনতা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ নূর উল গনী,
প্রধান শিক্ষক,
পশ্চিম বাধুরখীল উচ্চ বিদ্যালয়,
বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়টি মেরামতের আবেদন

পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার নাজিরগঞ্জ ইউনিয়নের কামারহাট গ্রামে অবস্থিত 'কামারহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আজও মেরামত করা হয়নি। গত বন্যায় বিদ্যালয়টি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এ ব্যাপারে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সহায়তা কামনা করি।

চিত্তরঞ্জন সাহা,
সরকারী তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।